এর কথা বলে সেটাকে লুকানোর চেষ্টা হচ্ছে। তিনি বলেন তথ্য জানার অধিকার সবার আছে এবং এজন্য ১৮০০ সালে প্রবর্তিত 'সিক্রেসী ল' বাতিল করতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ১৯৯৯ সাল থেকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার প্রবর্তন করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতি গত দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক অনিয়ম অব্যবস্থা উন্মোচনের ভিত্তিতে প্রতিবেদন মূল্যায়ন করা হয়। একটি বিজ্ঞ-বিচারকমন্ডলী প্রতি-বেদন গুলো মূল্যায়ন করেন, ২০০০ সালের পুরস্কারের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞা-পনের মাধ্যমে প্রতিবেদন আহবান করা হয়। জমাকৃত প্রতিবেদনগুলো মূল্যায়নের জন্যে তিন সদস্যের বিচারকমন্ডলী নির্বাচিত করা হয়, বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের প্রধান সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম এবারের বিচারকমন্ডলীর সদস্য ছিলেন।

২০০০ সালের প্রথম পুরস্কার বিজয়ী আনোয়ার আলদীন ১৯৯৯ সালের ৩ জানুয়ারী থেকে ১৮ জানুয়ারী পর্যন্ত দৈনিক ইত্তেফাকে 'ভেজালের ভিড়ে আসল উধাও' শীর্ষক প্রতিবেদন এবং মোর্শেদ আলী খান একই বছর ১২ নভেম্বর ডেইলী স্টারে 'সিসটেমেটিক করাপশান অল দ্যা ওয়ে' (সড়ক পথে পদ্ধতিগত বলপূর্বক চাঁদা আদায়) শিরোনামে প্রতিবেদন রচনার জন্য পুরস্কৃত হন।

টিআইবি'র অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় ১৯৯৯ সালে দ্যা নিউ নেশনের সৈয়দ জহিরুল আবেদীন এবং দৈনিক সংবাদের পটুয়াখালী সংবাদদাতা নিখিল চ্যাটার্জী পুরস্কৃত হন। বিজয়ী এ দু'জন সাংবাদিক ইতিমধ্যে ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে থমসন ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় যুক্তরাজ্যে একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করেন। ২৯ মার্চ টিআইবি আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের উভয়কেও সম্মাননাপত্র ও ক্রেস্ট প্রদান করে।

টিআইবি মনে করে নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন সংবাদপত্র অপরাধী ও দুর্নীতিবাজদের জন্য হুমকি হিসেবে কাজ করে। রাষ্ট্র ও প্রশাসনে বিরাজমান দুর্নীতি, সমাজের বিভিন্ন অপরাধ প্রবণতা, ঘুষখোর দুর্নীতিবাজদের সম্পর্কে সাংবাদিকরা যদি স্বোচ্ছার হন তাহলে দুর্নীতি হ্রাস পাবে। অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর সাংবাদিকতাই দুর্নীতি রোধে ভূমিকা পালন করতে পারে। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনায় যদি সাংবাদিকদের উৎসাহিত করা হয় তাহলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা

মুক্তাগাছায় টিআইবি'র সচেতন নাগরিক কমিটি গঠিত

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি'র সচেতন নাগরিক কমিটি (CCC) মুক্তাগাছা শাখা গঠনের লক্ষ্যে ২০ ডিসেম্বর ২০০০ তারিখ বিকেলে ময়মনসিংহ শহরে মুক্তাগাছার বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার নেতৃস্থানীয় সচেতন নাগরিকদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতভাবে ১৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির আহবায়ক মনোনীত হয়েছেন প্রবীণ রাজনীতিক, সাবেক এম.পি. এড্ভোকেট শামছুল হক। কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ হলেন মুক্তাগাছা পৌরসভার চেয়ারম্যান খন্দকার আব্দুল মালেক শহীদুল্লাহ্, প্রবীণ রাজনীতিক সুভাষ চন্দ্র রক্ষিত, মুক্তাগাছা থানার দাওগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এড্ভোকেট শরফুদ্দীন আহমেদ, এড্ভোকেট রমজান আলী পাঠান, সমাজ কর্মী দেবাশীষ আচার্য্য চৌধুরী, মানবাধিকার কর্মী এড্ভোকেট মাহবুবুর রহমান বুলবুল, রাজনীতিক এবং সমাজ কর্মী পরিতোষ কর, কৃষক নুরুল ইসলাম নুরু, নারী অধিকার কর্মী সেলিমা বেগম, মুক্তাগাছা পৌরসভার কমিশনার রুমী দাস, মুক্তাগাছা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বপন কুমার দাস, হাজী কাশেম আলী মহিলা ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক এখলাসুর রহমান জুয়েল, মুক্তাগাছা শহীদ স্মৃতি সরকারী কলেজের প্রভাষক আলী ইদ্রিস এবং উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নায়লা ইয়াসমিন। সিসিসি ময়মনসিংহ সদরের আহবায়ক অধ্যক্ষ শামসুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বক্তব্য রাখেন টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক মনজুর হাসান, গবেষণা কর্মকর্তা সাইদুর রহমান মোল্লা, কর্মসূচি কর্মকর্তা একরাম হোসেন এবং নবগঠিত কমিটির সদস্যরা।

মুক্তাগাছায় সিসিসি গঠন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, দেশে দুর্নীতির ব্যাপকতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নয়নের পথে এটি অন্যতম অন্তরায়। সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী হয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এ ব্যাপারে সকলকে স্বোচ্চার হওয়ার জন্য বক্তারা আহবান জানান।

মুক্তাগাছায় সচেতন নাগরিক কমিটির আলোচনা সভার একাংশ

সচেতন নাগরিক কমিটির আলোচনা সভা

টিআইবি'র উদ্যোগে

জামালপুরে সচেতন নাগরিক কমিটি গঠিত

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-টিআইবি-র উদ্যোগে ৩ ফেব্রুয়ারী জামালপুরের বিশিষ্ট নাগরিকদের এক সভায় জামালপুরে সচেতন নাগরিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন আশেক মাহমুদ কলেজের সাবেক প্রিন্সিপাল জনাব ইকরাম-উদ-দৌলাহ্। আমন্ত্রিত বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার নাগরিকদের এ সভায় টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক মনজুর হাসান এবং কর্মসূচি কর্মকর্তা একরাম হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সাবেক এমপি জনাব মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ সর্বসম্মতিক্রমে কমিটির আহবায়ক মনোনীত হয়েছেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ হলেন, ইকরাম-উদ-দৌলাহ্, বাসস প্রতিনিধি এ.কে. মাহমুদুল হাসান, এড্ভোকেট মুখলেছুর রহমান আনছারী, অধ্যাপক শহীদুর রহমান খান, মুহম্মদ

এড্ভোকেট নজরুল ইসলাম, রাজনীতিক সুকুমার চৌধুরী, এড্ভোকেট এইচ. আর. জাহিদ আনোয়ার, এড্ভোকেট রওশন আরা আরজু, এডভোকেট শামীম আরা, প্রথম আলো প্রতিনিধি মোস্তফা মনজু, এডভোকেট আনোয়ার হোসেন এবং মহিলা পরিষদের তানজিনা খানম শিখা। জামালপুরের বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী সেবামূলক খাতে দুর্নীতি রোধ এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই কমিটি কাজ করবে।